দৈনিক
ইত্তেফাক

24 MAY 2017

এত শিক্ষার্থী কেন ঝরিয়া পড়িতেছে?

২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনীতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা এইবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে যাইতেছে। এই তিন বৎসরের ব্যবধানে পরীক্ষার্থী কমিয়াছে সাড়ে ৫ লক্ষ। অর্থাৎ প্রাথমিক সমাপনী পার হইয়া জেএসসিতে আসা পর্যন্ত সময়ে তাহারা ঝরিয়া পড়িয়াছে। গত বৎসরের অপর এক হিসাব মতে, প্রাথমিক সমাপনী (পিএসসি) ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা হইতে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছাইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে ১৩ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি, ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস— কোনো কিছুতেই রোধ করা যাইতেছে না এই ঝরিয়া পড়িবার হার। সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রাথমিকে ভর্তির হার বাড়িলেও ঝরিয়া পড়িবার হার কমানো যাইতেছে না। ২০১৪ সালের মার্চে ঢাকার বিশ্বব্যাংক মিশন বাংলাদেশের শিক্ষার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী ঝরিয়া পড়িবার মূল কারণ দারিদ্র্য। দুর্বল শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের দুর্বল ভিত্তিসহ আরো বেশ কয়েকটি কারণও চিহ্নিত করিয়াছে এই সংস্থাটি।

প্রথম শ্রেণিতে ১০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হইলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত টিকিয়া থাকে মাত্র ৩২ জন। বাকি ৬৮ জনই ঝরিয়া পড়িতেছে। তবে ঝরিয়া পড়ার প্রকৃত হার আরো বেশি বলিয়া মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ধরিয়া রাখিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, উপবৃত্তিসহ নানান প্রণোদনা দেওয়া হইতেছে। তবুও ঝরিয়া পড়ার এই উচ্চ হারের জন্য কেহ কেহ শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা এবং নিম্নমানের শিক্ষাকে দায়ী করিয়াছেন। শিক্ষাখাতে জিডিপি'র চার শতাংশ বিনিয়োগ থাকা উচিত, অথচ বর্তমানে আছে মাত্র দুই দশমিক দুই শতাংশ। শহর ও নগরের বাহিরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণেও শিক্ষার্থীরা ঝরিয়া পড়িতেছে। মাধ্যমিক স্তরে ঝরিয়া পড়িবার মূল কারণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। মাধ্যমিকে ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ মেয়ে, যাহারা বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষা অব্যাহত রাখিতে পারিতেছে না। আর ছেলেরা যোগ দিতেছে কাজে। কারণ পড়ালেখার চাইতে কাজের মাধ্যমে আয় করাই পরিবারের কাছে লাভজনক বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষত চরাঞ্চল, হাওর ও পাহাড় এলাকার চিত্র খুবই উদ্বেগজনক। দুর্গম এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেকেই লেখাপড়া বাদ দিয়া উপার্জনমুখী নানা কাজে যোগ দিতেছেন।

সরকারি পরিসংখ্যানই বলিতেছে, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছাইতে ৬৮ জন হারাইয়া যাইতেছে। ইহা নিছকই 'জাতীয় অপচয়'। মানুষ বিনিয়োগ করে সুফল ঘরে তুলিতে। কিন্তু আমরা তাহা পারিতেছি না। লেখাপড়ার সহিত জীবিকার স্পষ্ট সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। লেখাপড়া দিয়া বেকারত্ব দূর হইবে এমনটিও নিশ্চিত করা যাইতেছে না। উপরন্তু, দারিদ্র্যের সহিত শিক্ষার অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হওয়ায় ঝরিয়া পড়িবার হার বাড়িতেছে। তাই ঝরিয়া পড়া রোধে গতানুগতিকতার বাহিরে গিয়া সরকারকে নূতনভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে। কেবল জিপিএ-৫ লইয়া উল্লসিত হইলে চলিবে না। বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নহে, আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষার সহিত কর্মসংস্থানের একটি সাযুজ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায়, হাজার প্রণোদনা সত্ত্বেও শিক্ষা কার্যক্রম হইতে ঝরিয়া পড়িবার হার কমানো যাইবে না।